পরিক্রমা

সংখ্যা # ৭৮: সেপ্টেম্বর ২০১

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: www.sec.gov.bd, www.secbd.org, www.এসইসিবিডি.বাংলা

E-mail: secbd@bdmail.net

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	
০২	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ	
০৩	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ	
০৪	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলী	
০৫	পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রম	
০৬	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)	
০৭	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	
০৮	ক্যাপিটাল ইস্যু	
০৯	সার্ভেইল্যান্স	
১০	নিবন্ধন	
১১	মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি	
১২	সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেট অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)	
১৩	সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)	
১৪	এনফোর্সমেন্ট	
১৫	আইন	
১৬	সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস	
১৭	এমআইএস	
১৮	গবেষণা ও উন্নয়ন	
১৯	ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি	
২০	আন্তর্জাতিক সর্ম্পক	
২১	স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস	
২২	প্রেস রিলিজ	

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে ৮ জুন ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য হ'ল সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার নিয়ে গঠিত এবং চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক বাজার তদারকি করা কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. এম. খায়রুল হোসেন। কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, ড. স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান।

পুঁজিবাজারের সংস্কার কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করায় ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কমিশনকে **'A'** ক্যাটাগরীতে উন্নীত করে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী
কমিশনার

ড. স্বপন কুমার বালা এফসিএমএ
কমিশনার

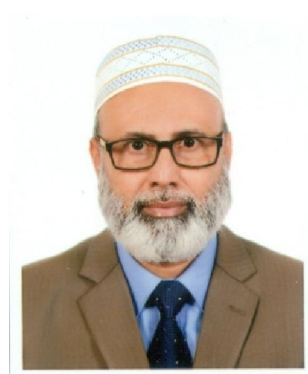

জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ

ক্রমিক নং	নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান
১	জনাব ফরহাদ আহমেদ	এসআরআই এবং সিডিএস
২	মিসেস রুকসানা চৌধুরী	ক্যাপিটাল ইস্যু,এনফোর্সমেন্ট, অফিস অব দি চীফ একাউন্ট্যান্ট, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং এএমএল/সিএফটি উইং
৩	ড. এটিএম তারিকুজ্জামান	বর্তমানে লিয়েনে নিউজিল্যান্ড এ অবস্থান করছেন
৪	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	এসআরএমআইসি এবং প্রশাসন ও অর্থ
৫	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	সার্ভেইল্যান্স, প্রকল্প পরচিালক এবং কমিশনের মুখপাত্র
৬	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	এমআইএস এবং গবেষণা ও উন্নয়ন
৭	জনাব এম হাছান মাহমুদ	মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স
৮	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	নিবন্ধন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এবং মহাপরিচালক,বাংলাদশে একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম)
৯	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী	সিএমআরআরসি এবং আইন

৩. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ ও কমিশন সচিব

ক্রমিক নং	নাম	বিভাগের নাম
০১	জনাব কামরুল আনাম খান	এসআরএমআইসি
০২	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম	ক্যাপিটাল ইস্যু এবং ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি
০৩	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম	এসআরআই
০৪	জনাব রিপন কুমার দেবনাথ	সিএমআরআরসি
০৫	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	এনফোর্সমেন্ট
০৬	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	নিবন্ধন
০৭	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক	মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি
০৮	জনাব প্রদীপ কুমার বসাক	ক্যাপিটাল ইস্যু এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স
০৯	জনাব রাজিব আহমেদ	এমআইএস
১০	জনাব মোঃ আবুল কালাম	অর্থ
১১	জনাব মোঃ মনসুর রহমান	ক্যাপিটাল ইস্যু
১২	জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান	প্রশাসন
১৩	জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান	সার্ভেইল্যান্স
১৪ *	মিসেস ফারহানা ফারুকী	কমিশন সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
১৫	জনাব আবু রায়হান মোহাম্মদ মুতাসীম বিল্লাহ	গবেষণা ও উন্নয়ন

*পরিচালক ও কমিশন সচিব

৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলী

একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। এরূপ নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক একটি পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বিএসইসি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহঃ

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন; এবং
- এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধি প্রণয়ন ।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার এর সমন্বয়ে গঠিত হয় যাঁরা সরকার কর্তৃক চার বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সরকার তাঁদেরকে ৬৫ বছর বয়স অনতিক্রম সাপেক্ষে পুনঃনিয়োগ দিতে পারেন। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

সিকিউরিটিজ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তার সকল কাজ পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন;
- সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন;
- সিকিউরিটিজ লেন-দেন সার্ভেইল্যান্স করা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট গর্ভনেন্স পরিপালন নিশ্চিত করা;
- দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা;
- সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- পুঁজিবাজার ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ;
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

৫. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রমঃ

৫.১ AREC FRTI কর্তৃক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হ'ল 'রিজিওনাল সেমিনার অন ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি এন্ড ইনভেস্টর প্রোটেকশন'

"দেশে শিল্পায়নের মাধ্যমে অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। যত বেশি মানুষ পুঁজিবাজারে সম্পৃক্ত হবে, শিল্পায়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে। তবে তাদের সচেতনার বিষয়টি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম পূর্বশর্ত।''

- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটলে অনুষ্ঠিত 'রিজিওনাল সেমিনার অন ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি এন্ড ইনভেস্টর প্রোটেকশন' শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা

৮ জুলাই, ২০১৯ তারিখে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) যৌথভাবে ৪ (চার) দিনব্যাপী 'রিজিওনাল সেমিনার অন ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি এন্ড ইনভেস্টর প্রোটেকশন' শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে বাংলাদেশের ৩৮ (আটত্রিশ) জন সহ ভারত, জাপান, ফিলিপাইন, নেপাল, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও আইসল্যান্ডের মোট ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ প্রধান, মনমোহন প্রকাশ। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিএসইসি'র কমিশনারগণ, নির্বাহী পরিচালকসহ কমিশনের সকল কর্মচারী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি, বেসরকারি এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি আরও স্মরণ করেন জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনদের। এছাড়াও তিনি স্মরণ করেন, ৭৫ এর ১৫ আগস্টের সকল শহিদদেরকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করতে পেরেছে। গত এক দশকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার সাড়ে ৬ শতাংশের উপরে এবং গত অর্থবছর তা ৮.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকার ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করার জন্য কাজ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, দেশে শিল্পায়নের মাধ্যমে অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এই শিল্পায়নের জন্য দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগের প্রয়োজন। সরকার বিশ্বাস করে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব। যত বেশি মানুষ পুঁজিবাজারে সম্পৃক্ত হবে, শিল্পায়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।

পুঁজিবাজার সম্প্রসারণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের যোগান দেয়ার লক্ষ্যে সরকার একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনিয়োগকারীদের করমুক্ত ডিভিডেন্ড আয়ের সীমা ২৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। নতুন ফিক্সড ইনকাম ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টসহ বিভিন্ন ধরনের বন্ড প্রচলনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শর্ট সেল এবং রিস্ক বেইজ ক্যাপিটাল সংক্রান্ত দুইটি বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিকভাবে পলিসি সাপোর্ট, আইনগত সংস্কার, অবকাঠামো নির্মাণসহ নানাবিধ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এছাড়াও পুঁজিবাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম দূর করে জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিএসইসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সরকার জনবল বৃদ্ধিসহ ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বিএসইসির কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণীত প্রণোদনা প্যাকেজের সফল বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বিদেশি কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছে। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও ইম্প্যাক্ট ফান্ড গঠনের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ স্মল ক্যাপিটাল প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে। যার ফলে ছোট ও মাঝারি আকারের কোম্পানি পুঁজি উত্তোলন করতে পারবে এবং স্টার্টআপ কোম্পানির তালিকাভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের পুঁজিবাজার এখনও ব্যক্তিশ্রেণির বিনিয়োগকারীর উপর নির্ভরশীল। শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনের জন্য দৈনন্দিন লেনদেনে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। একটি জ্ঞান নির্ভর বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ একাডেমি অব সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ব্যক্তিশ্রেণির বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর আওতায় বিভাগীয় শহরগুলিতে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে সকল জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগকারীরাই বাজারের মূল চালিকাশক্তি। তাই তাদের সচেতনতার বিষয়টি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম পূর্বশর্ত। জেনে-বুঝে বিনিয়োগ করলে একদিকে যেমন বিনিয়োগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়ে অন্যদিকে নিশ্চিত হবে পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা। এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ২০১৮ সালে "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে দেশব্যাপী বিনিয়োগ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার উপর জোর দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, শুধু ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী নয়, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ, নীতি নির্ধারনে জড়িত ব্যক্তিবর্গের আর্থিক ও বিনিয়োগ কলা-কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে। এতে অন্যান্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার দিকটি অধিকতর নিশ্চিত হয়ে একটি বিকাশমান পুঁজিবাজার গড়ে উঠবে। যে পুঁজিবাজার ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে আবির্ভূত হবে।

সরকার আগামী ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সময়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার মাধ্যমে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আশা পোষণ করেন, এশিয়া প্যাসিফিক ইকনোমিক কো-অপারেশনের ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটর ট্রেনিং ইনিশিয়েটিভ (এপিইসি-এফআরটিআই) এর আওতায় বিএসইসি ও এডিবি কর্তৃক আয়োজিত এই সেমিনারের আলোচনা থেকে দেশ-বিদেশের অংশগ্রহণকারীরা উপকৃত হবেন। এতে বহির্দেশের অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাজারের ভিতকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াস পাবেন। পরে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেমিনারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটলে অনুষ্ঠিত 'রিজিওনাল সেমিনার অন ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি এন্ড ইনভেস্টর প্রোটেকশন' শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে বক্তব্যরত বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের লাখ শহিদদের স্মরণ করে স্বাগত বক্তব্য দেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, পুঁজিবাজারে জ্ঞানভিত্তিক বিনিয়োগ করার সক্ষমতাই বিনিয়োগকারীদের প্রধান পুঁজি, যা অর্থের চেয়ে অনেক মূল্যবান। এই সক্ষমতা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকে সুরক্ষা দেয়, যা সঠিক দর নির্ধারণ ও কার্যকরী বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং বৈদেশিক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ আকর্ষণ করে। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দেয়া কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় বিএসইসি ৮টি বিষয় অনুসরণ করে। এরমধ্যে রয়েছে জ্ঞানভিত্তিক বিনিয়োগে তাগিদ, সঠিক রুলস্ রেগুলেশনস গঠন, বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য বিকল্পের সহজলভ্যতা, কোম্পানির বস্তুনিষ্ট তথ্য প্রকাশ, সুশাসন নিশ্চিত করা, প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং গুজবকারী ও ইনসাইডার ট্রেডিংয়ে নজরদারি করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিশনের কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপনকুমার বালা ও খোন্দকার কামালউজ্জামান

তিনি আরো বলেন, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়া কোম্পানি আইনও বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। গত আট বছরে স্টেকহোল্ডার এবং সরকারের সহযোগিতায় পুঁজিবাজারে অনেকগুলো সংস্কার সাধিত হয়েছে যা শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে যাবে।

ড. এম. খায়রুল হোসেন আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিনিয়োগকারী, পলিসি মেকারস ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন; যিনি ২০১০-১১ সালে বাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের জন্য শেয়ারবাজারে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞানের ঘাটতিকে অন্যতম একটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। ওই সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এছাড়া, বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বাড়াতে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে শেয়ারবাজারকে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া দেশের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেয়ারবাজারের উন্নয়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করেন; যে বাজার বাংলাদেশের ২০৪১ সালের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, তিনি শেয়ারবাজারের উন্নয়নে সহযোগিতা ও এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এডিবি'র আবাসিক প্রতিনিধি মনমোহন প্রকাশ বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থবাজার ক্রমেই জটিল ও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই জন্য আর্থিক খাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্বিক পর্যায়ে সমন্বয় আরও জোড়দার করতে হবে। ই-পেমেন্ট প্লাটফর্ম, ব্লকচেইন প্রযুক্তি অথবা সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আর্টিফিসিয়্যাল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) ব্যবহার এবং আরও দ্রুত ক্রসবর্ডার আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থায় পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এডিবির কর্মসূচির আওতায় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সম্প্রতি ডেরিভেটিভস, সুকুক ও শর্ট সেলিংয়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামো চালু করেছে। এই নতুন নিয়ন্ত্রক শাসন ব্যবস্থার সুবিধা নিতে আর্থিক শিক্ষা প্রয়োজন, যা বিনিয়োগকারীর ব্যবহারে পরিবর্তন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই কর্মশালায় বিনিয়োগ শিক্ষা ও বিনিয়োগকারী সুরক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

৫.২ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য Online Submission of Monthly reports প্লাটফর্ম এর উদ্বোধন

বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য **Online Submission of Monthly reports** এর অনলাইন প্লাটফর্ম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন। কমিশনার প্রফেসর মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

২৪ জুলাই ২০১৯ ইং তারিখে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য **Online Submission of Monthly reports** এর অনলাইন প্লাটফর্ম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান। বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীগণ এবং কমিশনের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্লাটফর্মটি উদ্বোধন করা হয়।

বিএসইসির চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন **Online Submission of Monthly reports** এর অনলাইন প্লাটফর্মটি উদ্বোধন করছেন

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন Online Submission of Monthly reports এর অনলাইন প্লাটফর্মটি উদ্বোধন করেন। ড. হোসেন তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে কমিশনের কার্যক্রমে ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। তিনি এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনাব ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক এবং সহকারী পরিচালক জনাব গৌর চাঁদ সরকার ও শহিদুল ইসলাম কে তাদের এই অবদানের জন্য অভিনন্দন জানান। সেইসাথে তিনি আরও উল্লেখ করেন, জনাব ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ইনোভেটিভ কাজে অবদান রাখছেন, যা কমিশনের কাজে উৎকর্ষ বয়ে আনছে। এই ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে কাজ করার জন্য কমিশনের অন্যান্য কর্মচারীকেও উৎসাহ প্রদান করেন । এই অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরিতে ভূমিকা রাখার জন্য কমিশনের পক্ষে হতে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব গৌর চাঁদ সরকার ও মোঃ শহিদুল ইসলাম কে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য Online Submission of Monthly reports এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এই অনলাইন প্লাটফর্মটি তৈরিতে সহকারী পরিচালক জনাব গৌর চাঁদ সরকার ও মোঃ শহিদুল ইসলামের অবদানের কথা তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এসআরআই বিভাগ বাজার মধ্যস্থতাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের (মার্চেন্ট ব্যাংকার, প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকাস ও সম্পদ ব্যবস্থাপক) মাসিক প্রতিবেদন সনাতন পদ্ধতিতে সংগ্রহপূর্বক কমিশনে উপস্থাপন করে আসছে। বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মাসিক প্রতিবেদন যাতে সহজ ও দ্রুততার সাথে দাখিল করতে পারে সেলক্ষ্যে বর্তমানে বিএসইসি-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে সংযুক্ত লিংকের মাধ্যমে মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনলাইন প্লাটফর্মটি তৈরী করেছে, যা কমিশনের কাজকে সহজ ও গতিশীল এবং সেইসাথে অনেক শ্রম ও সময় সাশ্রয় করবে। এই অনলাইন প্লাটফর্মে প্রতিবেদন জমা দিয়ে জমাদানকারীগণ তাদের প্রয়োজন মোতাবেক তা পরিবর্তন করতে পারবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইলেক্টনিক প্রতিবেদন জমাদানের পর সিস্টেম যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদান করবে, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ে জমা প্রদান না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাগিদ পত্র পাঠাবে।

৫.৩ ১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতীয় শোক দিবসে জাতির জনকের প্রতি কমিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং শোক দিবসের আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

স্বাধীনতার মহান স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০১৯' পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মাসব্যাপী নিম্নোক্ত কর্মসূচি পালন করা হয়ঃ

১৫ আগষ্ট ২০১৯ ঃ

- ১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতীয় শোক দিবসের সকালে কমিশনের কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী এর নেতৃত্বে সকল কমিশনার ও কমিশনের সকল কর্মচারী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে শোক র‌্যালী শেষে ধানমন্ডি ৩২ এ অবস্থিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে কমিশন কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ

- জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়;
- কমিশনের সকল কর্মচারীর কালো ব্যাচ ধারণ;
- শোক দিবসের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্যে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগষ্টের শহীদদের স্মৃতি সংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার টানানো হয়;
- কমিশনের সকল কর্মচারীর অংশগ্রহণে শোক র‌্যালী করা হয়;

<u>২৫ আগষ্ট ২০১৯ঃ</u> জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান

বিএসইসির হল রুমে শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ, টি, ইমাম।

জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসাবে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ, টি, ইমাম। জনাব ইমাম তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতার সান্নিধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতাসহ সার্বিক পটভূমি তুলে ধরেন। সভায় স্বাধীনতার মহান স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ ও বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে জাতির পিতাসহ শাহাদৎবরণকারী সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন । অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাধীনতা অর্জনে তথা সমাজ পরিবর্তনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা স্মরণ করেন।

২৮ আগষ্ট, ২০১৯ঃ দোয়া মাহফিল

২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসাবে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনে জাতির পিতাসহ ১৫ আগষ্ট এর সকল শহিদদের স্বরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসাবে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় জাতির পিতাসহ ১৫ আগষ্ট এর সকল শহিদদের স্মরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের সকল সদস্য এবং অন্য শহিদদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য মোনাজাত করা হয়। এর আগে খতমে কোরআন সম্পন্ন করা হয়, যাতে ১৫ জন কোরআন-এ হাফেজ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন যথা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিডিবিএল কে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিডিবিএল জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

৫.৪ বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিএসইসির মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৯ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট কমিশনের কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপনকুমার বালা, জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক জানাব ফরহাদ আহমেদ ও জানাব মোঃ মাহবুবুল আলম

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশ্বিক মান নির্ধারণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনস (IOSCO) ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্ববিনিয়োগকারী সপ্তাহ ঘোষণা করে আসছে। সে মোতাবেক বাংলাদেশে ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ০৬ অক্টোবর পর্যন্ত তৃতীয় বারের মত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ পালিত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৯ উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, অধ্যাপক ড.স্বপনকুমার বালা, জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিএসইসিসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিনিয়োগকারীসহ সকল অংশীজনকে অভিনন্দন জানান এবং এই দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও উল্লেখ করেন যে, বাজার মূলধন বাড়ানোর জন্য টেলিকম কোম্পানি রবিকে পুঁজিবাজারে আনার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আগামী বছরের জুনের আগেই বাজারে অনেকগুলো নতুন পন্য আসবে। এতে বাজারের গভীরতা ও স্থিতিশীলতা বাড়বে। বিনিয়োকারীদের অভিযোগ দ্রুত অন-লাইনে গ্রহণ ও তা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক স্থাপিত কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল সর্ম্পকে তিনি জানান, এই মডিউলের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ তাদের অভিযোগ অন-লাইনে দাখিল করতে পারবেন এবং বিএসইসি নিজে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করে অন-লাইনেই জানিয়ে দিবে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের "বিনিয়োগ শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ" বিষয়ে উপস্থাপনা পেশ করেন বিএসইসি'র পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

৫.৫ পুঁজিবাজারের জন্য অন-লাইনভিত্তিক কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) উদ্বোধন

বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৯ এর উদ্ধোধনী দিনে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত অন-লাইনে গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিএসইসি কর্তৃক স্থাপিত পুঁজিবাজারের জন্য অন-লাইনভিত্তিক কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) উদ্বোধন করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক ঘোষিত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদ্বোধনের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত অন-লাইনে গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির নিমিত্তে পুঁজিবাজারের জন্য অন-লাইনভিত্তিক কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) উদ্বোধন করেন । কমিশন কর্তৃক চালুকৃত এই কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল সর্ম্পকে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ অনলাইনেই তাদের অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন এবং বিএসইসি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করে তা অনলাইনে জানিয়ে দিবে। কমিশন পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ আইনানুগভাবেই নিষ্পত্তি করে থাকে। ইতঃপূর্বে বিনিয়োগকারীরা লিখিত আকারে (হার্ডকপি) অভিযোগ কমিশনে দাখিল করতেন। নতুন প্রবর্তিত সিসিএএম এর মাধ্যমে বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে গিয়ে বিনিয়োগকারীরা সহজেই যে কোন স্থান থেকে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, দাখিলকৃত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা তিনি অনলাইনে জানতে পারবেন। অভিযোগের ফলাফলে তিনি সন্তুষ্ট না হলে একই ব্যবস্থায় আপীল করতে এবং প্রয়োজনে অভিযোগ প্রত্যাহারও করতে পারবেন। তাছাড়াও তিনি অভিযোগ দাখিল করা মাত্র ই-মেইলে অভিযোগ নম্বরসহ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। যেহেতু এই মডিউলটি স্বয়ংক্রিয়, তাই অভিযোগ দাখিলের সাথে সাথে অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে যাবে এবং এর জন্য আলাদা ভাবে দাপ্তরিক কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। ফলে পূর্বের থেকে অনেক কম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হবে। অন্যদিকে এই অভিযোগের তথ্য বিএসইসি একটি ডাটাবেইস আকারে সংরক্ষণ করবে এবং তা সুপারভিশন কাজে ব্যবহার করবে।

৬. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)

এ সময়ে নিম্নোক্ত সংশোধনী /আদেশ /নির্দেশনা জারি করা হয়েছে :

ক্রমিক	বিষয়	শ্রেনী বিভাগ	সূত্র নং
১.	মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণার ক্ষেত্রে পুন:বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রসঙ্গে	আদেশ	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/২২৮/ তারিখ ১৬ জুলাই ২০১৯
২.	আদেশ নং এসইসি/সিএফডি/২০০১/ প্রশাসন/০২-০৩ তারিখ ০৪ অক্টোবর ২০০১ বাতিল করা প্রসঙ্গে।	আদেশ	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/২৩০/প্রশাসন/৯৯ তারিখ ২৫ জুলাই ২০১৯

৭. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

ক্রমিক নং	বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থা	কোম্পানির সংখ্যা
১.	IPO/RPO/ Rights Issue/ Convertible Preference Shares এর তহবিল ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রতিবেদন	IPO/RPO/ Rights Issue/Convertible Preference Shares এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন/নিরীক্ষা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে	০৮
		IPO/Rights Issue এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল এর পরিবর্তিত ব্যবহারের প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে	০১
		ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ইস্যুয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে	০৭
		সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	০১
২.	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৩
৩.	জুন ৩০, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ	আর্থিক বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে ইস্যুয়ারদের ব্যাখ্যা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে	০৭
		আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে নিরীক্ষকের ব্যাখ্যা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে	০৪
		সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	০৬
		সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	০৪
৪.	মার্চ ৩১, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ১ম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে	১৩
৫.	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ১ম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ	আর্থিক বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ইস্যুয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে	০৩
		আর্থিক বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে ইস্যুয়ারদের ব্যাখ্যা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে	০১
৬.	জুন ৩০, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ২য় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে	০৩
৭.	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৭ এবং ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ২য় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ	আর্থিক বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ইস্যুয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে	০৩
৮.	মার্চ ৩১, ২০১৮ এবং ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ৩য় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ	আর্থিক বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ইস্যুয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে	০৪
৯.	নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ	সম্মতি দেয়া হয়েছে	০৬

১০.	নিরীক্ষকগণের প্যানেল	নিরীক্ষকগণের প্যানেল থেকে নিরীক্ষা ফার্ম বাদ /সরানো হয়েছে	০১
১১.	কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড	কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড এর বিধানসমূহ পরিপালন না করায় ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	০১

৮. ক্যাপিটাল ইস্যু

- **মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিসমূহের তালিকা :**

ক্র: নং	কোম্পানির নাম	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	এলায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	০৮.০৭.২০১৯	১৫০,০০০,০০০
২	ডাটা এডজ লিমিটেড	০৮.০৭.২০১৯	৫৮,৩১৯,৭৫০
৩	সেম্বকর্প নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার কোঃ লিঃ	১৪.০৭.২০১৯	১,০২৬,২০০,০০০
	মোট টাকা		**১,২৩৪,৫১৯,৭৫০**

- **মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের তালিকা :**

ক্র: নং	কোম্পানির নাম	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোঃ লিমিটেড	০২.০৭.২০১৯	৪০০,০০০,০০০
২	কাশেম ল্যাম্পস লিমিটেড	০৫.০৮.২০১৯	৩,৬০০,৩০০
	মোট টাকা		৪০৩,৬০০,৩০০

- **বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানিসমূহের তালিকা :**

ক্র:	কোম্পানির নাম	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ
১	বেক্সিমকো কমিউনিকেশনস লিমিটেড	০১.০৭.২০১৯	১০,০০০,০০০,০০০
২	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	০৩.০৭.২০১৯	৫,০০০,০০০,০০০
৩	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	১৬.০৭.২০১৯	৫,০০০,০০০,০০০
৪	ইউনাইটেড ময়মনসিংহ পাওয়ার লিমিটেড	২৫.০৭.২০১৯	১০,৪১৪,৬২০,০০০

৫	স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স লিমিটেড	২৯.০৭.২০১৯	৫,০০০,০০০,০০০
৬	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১৮.০৯.২০১৯	৫,০০০,০০০,০০০
	মোট টাকা		**৪০,৪১৪,৬২০,০০০**

৯. সার্ভেইল্যান্স

দৈনন্দিন বাজার সার্ভেইল্যান্স :

দৈনন্দিন পুঁজিবাজার সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্টক এক্সচেঞ্জের দৈনন্দিন লেনদেন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম, সন্দেহজনক লেনদেন এবং বাজার আচরণ বিধির পরিপন্থি কোন কিছু ঘটে থাকলে তা কমিশনের সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম "InstantWatch Market" ব্যবহারপূর্বক পর্যবেক্ষণ ও তদারকীর মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকেন। দৈনিক লেনদেন শেষে একটি দৈনিক প্রতিবেদন তৈরী করা হয়, যেখানে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালককে সরবরাহ করা হয়।

তদন্ত ও অনুসন্ধান :

সিকিউরিটিজ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সন্দেহজনক ও কারসাজিমূলক লেনদেনের তদন্ত ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সকল আইন কানুন এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জুলাই- সেপ্টম্বর ২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিকট ০১ (একটি) তদন্ত পরিচালনা পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এছাড়া ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এবং চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) সিকিউরিটিজ লেনদেন সম্পর্কিত সর্বমোট ১৩ টি অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করে।

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে "Instant Watch" market surveillance system এ যেসব শর্ট-সেল এলার্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ঐ সকল এলার্ট এর উপর অনুসন্ধানপূর্বক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উল্লেখিত সময়কালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে ১৩ (তের) টি স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন সিকিউরিটিজ এ শর্ট-সেল এর প্রমাণ পাওয়ায় তাদের বি দ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।

১০. নিবন্ধন

নিবন্ধন বিভাগ স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ফান্ড ম্যানেজার, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়াল এর সনদ প্রদান এবং নবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ সময়ে নিম্নোক্ত সনদ ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছেঃ-

ক্রমিক	ইস্যুকৃত সনদের ধরন	ইস্যুকৃত সনদের সংখ্যা	নবায়নকৃত সনদের সংখ্যা	শাখা অনুমোদন	অফিস স্থানান্তর
০১।	স্টক ডিলার (i)	০০(ডিএসই)	৫৫	০৩	০২
		০০ (সিএসই)	১০	--	--
০২।	স্টক ব্রোকার (i)	০০(ডিএসই)	৬১	--	--
		০০(সিএসই)	১১	--	--
০৩।	অনুমোদিত প্রতিনিধি (i)	৫৫ (ডিএসই)	২৭১	--	--
		২৫ (সিএসই)	৫১	--	--
০৪।	মার্চেন্ট ব্যাংকার (ii)	--	--	--	--
০৫।	সম্পদ ব্যবস্থাপক (iii)	০৩	--	--	--
০৬।	সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়াল (iv)	--	০১	--	--
০৭।	ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী (v)	০১(সিডিবিএল)	৭৫	--	--
০৮।	ডেট সিকিউরিটিজ এর জন্য ট্রাস্টি (vi)	০৭	--	--	--
০৯।	ফান্ড ম্যানেজার (vii)	০১	--	--	--
১০।	ট্রাস্টি (vii)	০১	--	--	--
১১।	মিউচ্যুয়াল ফান্ড জন্য কাস্টডিয়াল (iii)	--	--	--	--

- নিবন্ধন বিভাগ যেসকল বিধিমালা/প্রবিধানমালার অধিনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার তালিকা নিম্নরূপঃ

i. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;
ii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬;
iii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড), বিধিমালা, ২০০১;
iv. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩;
v. ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩;
vi. Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012;
vii. Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015;

ডিএসই= ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ
সিএসই=চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ
সিডিবিএল=সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ

১১. মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি (এমএফ অ্যান্ড এসপিভি)

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে:

(১) মিউচ্যুয়াল ফান্ড অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক্রমিক	ফান্ডের নাম	অনুমোদনের তারিখ	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	এস্কোয়ার আইসিএল এ্যাপারেল ফান্ড (বে-মেয়াদী)	০১.০৭.২০১৯	২৫.০০
২	ক্যাপিটেক পপুলার লাইফ ইউনিট ফান্ড (বে-মেয়াদী)	২২.০৭.২০১৯	২৫.০০
৩	এজ এএমসি গ্রোথ ফান্ড (বে-মেয়াদী)	২২.০৭.২০১৯	১০.০০
৪	আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজম্যেন্ট শরীয়াহ ফান্ড (বে-মেয়াদী)	২৮.০৭.২০১৯	৫০.০০
৫	লংকাবাংলা ফার্ষ্ট পিই ফান্ড (অলটারনেটিভ ইনভেষ্টমেন্ট ফান্ড)	২৯.০৯.২০১৯	২৫.০০

১২. সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	বছর	এজিএম তারিখ	লভ্যাংশ	
				নগদ	নগদ
১	বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৫/০৭/১৯	১০	-
২	বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লি.	ডি-২০১৮	১৭/০৭/১৯	২৫০	-
৩	ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	মার্চ-২০১৮	২৪/০৭/১৯	২৬	-
৪	ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	৩০/০৭/১৯	২০	-
৫	ফারইস্ট ফাইনান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লি.	ডি-২০১৮	০৪/০৯/১৯	-	-
৬	ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৯/০৯/১৯	২০	-
৭	গ্লোবাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	০৩/০৮/১৯	-	৫%
৮	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.	ডি-২০১৮	১১/০৭/১৯	-	-
৯	আইএফআইসি ব্যাংক লি.	ডি-২০১৮	০৪/০৭/১৯	-	১০%
১০	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিসেস লি.	ডি-২০১৮	২২/০৮/১৯	-	৫%
১১	ইসলামী ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লি.	ডি-২০১৮	২৭/০৭/১৯	১০	-
১২	জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	৩০/০৭/১৯	৫	৫%
১৩	ম্যারিকো বাংলাদেশ লি.	ডি-২০১৮	২৪/০৭/১৯	৬৫০% (including ৬০০% Interim)	-
১৪	মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৬/০৯/১৯	২০	-
১৫	মাইডাস ফাইন্যান্স লি.	ডি-২০১৮	২৫/০৭/১৯		২.৫
১৬	ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	ডি-২০১৮	০৮/০৮/১৯	-	১০%
১৭	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	ডি-২০১৮	৩০/০৭/১৯	৫	৫%
১৮	ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৫/০৯/১৯	৩০	-
১৯	ওয়ান ব্যাংক লি.	ডি-২০১৮	০১/০৮/১৯	-	১০%
২০	পিপলস ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	০১/০৮/১৯	৬	-
২১	পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	১৫/০৭/১৯	৪০	-
২২	প্রগতি লাইফ ইন্সুরেন্স লি.	ডি-২০১৮	২৫/০৮/১৯	১৫	১৫%
২৩	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লি.	ডি-২০১৮	১১/০৭/১৯	-	৫%
২৪	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৬/০৯/১৯	১২	-
২৫	প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	১২/০৯/১৯	৫	৫%
২৬	পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	১৮/০৭/১৯	১১	-

২৭	রূপালী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	০৩/০৭/১৯	-	১০%
২৮	রূপালি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৬/০৯/১৯	১২	-
২৯	সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৯/০৯/১৯	১৫	-
৩০	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	ডি-২০১৮	২৫/০৭/১৯	-	১০%
৩১	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	ডি-২০১৮	০২/০৭/১৯	-	১০%
৩২	সোনার বাংলা ইন্সুরেন্স লি.	ডি-২০১৮	০২/০৭/১৯	৬	৬%
৩৩	সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	ডি-২০১৮	২৫/০৯/১৯	-	-

বিঃদ্রঃ ডি=ডিসেম্বর

- **তালিকাভুক্ত কোম্পানির বি দ্ধে অভিযোগঃ**

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহিত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	মীমাংসিত
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান	৬	৩	৩
বিবিধ	১৬	৬	১০
মোট	**২২**	**৯**	**১৩**

বিএসইসি এর নোটিফিকেশন নং এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৭১ তারিখ ১২.১০.২০১১ অনুযায়ী ডিএসই, সিএসই এবং সিডিবিএল তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিমাংসা করে এবং কমিশনের নিকট উপরোক্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে।

১৩. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই) বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ডিপি ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসআরআই বিভাগ সাধারণ বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে। উক্ত বিভাগ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নিম্নেবর্নিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পাদন করেছেঃ

ক. কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) স্থাপনঃ কমিশন পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করে থাকে। ইতঃপূর্বে বিনিয়োগকারীরা লিখিত আকারে (হার্ডকপি) অভিযোগ কমিশনে দাখিল করতেন। International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক ঘোষিত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহের প্রথম দিনে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখ) কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) উদ্বোধন করা হয়েছে । নতুন প্রবর্তিত সিসিএএম এর মাধ্যমে বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে গিয়ে বিনিয়োগকারীরা সহজেই যে কোন স্থান থেকে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, দাখিলকৃত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা তিনি অনলাইনে জানতে পারবেন। অভিযোগের ফলাফলে তিনি সন্তুষ্ট না হলে একই ব্যবস্থায় আপীল করতে এবং প্রয়োজনে অভিযোগ প্রত্যাহারও করতে পারবেন। তাছাড়াও তিনি অভিযোগ দাখিল করা মাত্র ই-মেইলে অভিযোগ নম্বরসহ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। যেহেতু এই মডিউলটি স্বয়ংক্রিয়, তাই অভিযোগ দাখিলের সাথে সাথে অভিযোগটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে যায় এবং এর জন্য দাপ্তারিক কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না, সেহেতু এর মাধ্যমে দাখিলকৃত অভিযোগ পূর্বের থেকে অনেক কম সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হবে। অন্যদিকে এই অভিযোগের তথ্য বিএসইসি একটি ডাটাবেইস আকারে সংরক্ষণ করবে এবং তা সুপারভিশন কাজে ব্যবহার করবে।

খ. এসআরআই বিভাগ কর্তৃক ডিএসই এবং সিএসই-এর ট্রেকহোল্ডারদের দাখিলকৃত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আলোচ্য সময়ে ১৮৬টি কোম্পানির বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ৮০টি কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনে এসআরআই বিভাগের পর্যবেক্ষন রয়েছে এবং তার মধ্যে ১৬টি কোম্পানির **Consolidated Customers' Account (CCA)**-এ ঘাটতির পরিমাণ ৩৫.৮৪ কোটি টাকা এবং ৬টি কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বর্হিভূত ভাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ২৩.৯৪ কোটি টাকা। এসআরআই বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উক্ত ঘাটতি এবং পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বর্হিভূত ভাবে গৃহীত ঋণের বেশিভাগ অংশ কোম্পানির হিসাবে ফেরত এসেছে । এ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো:

সমন্বিত গ্রাহক হিসাবের বিবরণঃ

বিবরণ	কোম্পানির সংখ্যা	টাকা
Consolidated Customers' Account-এ ঘাটতি সমন্বয় করেছে	১৩	২৮.৯৯ কোটি
Consolidated Customers' Account-এ ঘাটতি সমন্বয় করেনি	০৩	৬.৮৫ কোটি

পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বর্হিভূত ভাবে গৃহীত ঋণ

বিবরণ	কোম্পানির সংখ্যা	টাকা
পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বর্হিভূত ভাবে গৃহীত ঋণ ফেরত প্রদান করেছে	০৩	৯.২৫ কোটি
পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বর্হিভূত ভাবে গৃহীত ঋণ সমন্বয় করেনি	০৩	১৪.৬৯ কোটি

যারা CCA-এর টাকা সমন্বয় করেনি এবং ঋণের টাকা ফেরত দেয়নি তাদেরকে কমিশনের অনুমোদন স্বাপেক্ষে শীঘ্রই তা সমন্বয় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

গ. বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত (ডিএসই, সিএসই ও মার্চেন্ট ব্যাংকার)

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯)	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্ররণ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ডিএসই/ সিএসই/এমবি তে প্রেরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত	১০	১	১	৭	১
শেয়ার হস্তান্তর না করা সংক্রান্ত	৪	-	-	৪	-
বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিশোধ না করা সংক্রান্ত	৩	১	-	১	১
স্টক ডিলার/ স্টক ব্রোকার ও অন্যান্যদের দুর্নীতি/ অনিয়ম সংক্রান্ত	৩	-	-	১	২
বিবিধ	৩	-	-	১	২
মোট	**২৩**	**২**	**১**	**১৪**	**৬**

১৪. এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/ তদন্ত কালে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট তা পেশ করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক এ সময়ে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ প্রদর্শন করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি(সংখ্যায়)	এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থার ধরন	
			জরিমানা	সতর্কীকরণ
১	ইস্যুয়ার কোম্পানি/পরিচালক	২	-	২
২	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/ /অনুমোদিত প্রতিনিধি	৫৬	-	৫৬
৩	মার্চেন্ট ব্যাংকার	১	-	১
৪	বিনিয়োগকারী	**১**	-	**১**
	মোট	**৬০**		**৬০**

১৫. আইন

কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে মোট ৫৪০ টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
০১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	আপীল বিভাগ	১১টি
		হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা	২৩১টি
০২.	স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বিএসইসি, ঢাকা		১৬টি
০৩.	জেলা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত ঢাকা		১১টি
০৪.	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		০৩টি
০৫.	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		২৬৮টি
	মোট মামলার সংখ্যাঃ		৫৪০টি

১৬. সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস

এ সময়ে পুঁজিবাজারে ডিপজিটরি ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

কোম্পানির নাম	অন্তর্ভুক্তি তারিখ
সী পার্ল বীচ রিসোর্ট এন্ড স্পা লিমিটেড	জুলাই ১৬, ২০১৯
এএএমএল ইউনিট ফান্ড	জুলাই ১৭, ২০১৯
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	আগস্ট ০৫, ২০১৯
সিডব্লিউটি এমার্জিং বাংলাদেশ ফার্স্ট গ্রোথ ফান্ড	আগস্ট ২১, ২০১৯
এস্কোয়ার আইসিএল অ্যাপারেল ফান্ড	আগস্ট ২৬, ২০১৯
এজ এএমসি গ্রোথ ফান্ড	সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৯

১৭. এমআইএস

- অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিএসইসি'র বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারাইজড তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা, ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এবং কমিশনকে আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য।
- কমিশনের নতুন ভবনে নতুন প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি বাস্তবায়িত হলে কমিশনের কর্মচারীগণ নতুন প্রযুক্তির কম্পিউটার/ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারবেন এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন গিগাবিট ল্যান ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া কমিশনে বর্তমানে ২০০ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ ল্যানের সাথে স্থাপন করা হয়েছে, যা শেয়ারড ভিত্তিতে কমিশনের কর্মচারীগণ তাদেঁর ওয়ার্ক স্টেশন থেকে ব্যবহার করে থাকেন। ইন্টারনেট সংযোগটি রিডানডেন্ট করা হয়েছে, ফলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করার বিষয়টি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া, সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনব্যাপী Wifi স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।
- বর্তমানে বিএসইসির সকল কর্মচারী তাঁদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। অফিসের সকল কম্পিউটার ল্যান এর আওতাভুক্ত। বিএসইসি ইতোমধ্যে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ তৈরি করেছে, যার আওতায় নতুন প্রযুক্তির অন-লাইন ভিত্তিক রেগুলেটরী ইনফরমেশন সিস্টেম স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডাররা অন-লাইন ভিত্তিক প্রতিবেদন দাখিল করতে সক্ষম হবেন। বিএসইসিতে তৈরিকৃত ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন অটোমেটেড সিস্টেম (SECAS) বিদ্যমান রয়েছে, তবে তা পুরাতন।
- কমিশনের ওয়েবসাইটটি ইতিমধ্যে ডাইনামিক ডাটাবেজ ভিত্তিক সাইটে উন্নয়ন করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে বর্তমানে ৩টি ডোমেইন- www.sec.gov.bd, www.secbd.org ও www.এসইসিবিডি.বাংলা বিদ্যমান রয়েছে। তিনটি ডোমেইন এর মাধ্যমেই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করা যায়। বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট আইন, রুলস, রেগুলেশন,অর্ডার,ডাইরেক্টিভ, নোটিফিকেশন ইত্যাদি উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা ব্যবহারকারীগণের জন্য তথ্য খুঁজে পেতে অধিকতর সহায়ক হচ্ছে।
- কমিশনে a2i এর সহায়তায় সরকারের ই-নথি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রচলিত কাগজের ফাইলের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে কাগজের ফাইলিং গুলি ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনিক ফাইলিং এ রূপান্তরিত হচ্ছে। a2i সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের সকল কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- কমিশন ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১ প্রনয়ন করেছে, যার বাস্তবায়নও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ই-সার্ভিসগুলো বাস্তবায়িত হলে কমিশনের যেসকল সেবা ই-সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করা যায়, সেগুলোর ম্যানুয়াল পদ্ধতি প্রতিস্থাপিত হবে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে। এর ফলে নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারগণ এ পদ্ধতির সুবিধা ভোগ করবেন।
- কমিশন সরকারের e-gp পোর্টালের মাধ্যমে দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এমআইএস বিভাগ এ কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে।
- এমআইএস বিভাগ কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন, ওয়েবসাইট আপগ্রেডেশন ও আইটি ইনফ্রাস্টাকচার মেইটেন্যান্স কাজের পরিকল্পনা, পরিচালন ও সাপোর্টের কাজ করে থাকে।

জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ওয়েবসাইটে বিশেষ কিছু আপলোডের সংখ্যাঃ

কাজ	সংখ্যা
আইপিও প্রসপেক্টাস স্থাপন	২টি
মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রসপেক্টাস স্থাপন	৪টি
এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন	৬২টি

অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন	১১টি
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন স্থাপন	২টি
মতামতের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া আইন স্থাপন	১টি
প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১০টি
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	২টি

১৮. গবেষণা ও উন্নয়ন

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ঃ

ক. চাহিদা মোতাবেক সরকারের নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ-

১. প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

২. কমিশনের মাসিক উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি প্রতিবেদন।

খ. মহান জাতীয় সংসদ এর চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ।

গ. চাহিদা মোতাবেক কেন্দ্রীয় বাংকের নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ:-

১. পুঁজিবাজারের মাসিক লেনদেনের প্রতিবেদন প্রেরণ।

ঘ. চাহিদা মোতাবেক মন্ত্রণালয়য়ের প্রকাশনার জন্য তথ্য প্রেরণঃ-

১. চাহিদা মোতাবেক অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তথ্য।

২. চাহিদা মোতাবেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম প্রকাশনার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তথ্য।

ঙ. মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য তথ্য প্রেরণ।

- নিম্নোক্ত প্রতিবেদন সম্পাদনা করা হয় ঃ

প্রতিবেদনের নাম	প্রকাশকাল
বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা)	২০১৮- ২০১৯
বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি	২০১৮- ২০১৯
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরিক্রমা	১টি
Quaterly Review	১টি

১৯. ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি

কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং বিনিয়োগকারীদের যথাযথ অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেতন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম এবং বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেকহোল্ডারে কর্মরত অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিভাগীয় কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ	৫৪
০২	প্রত্যহিক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	৩৩
০৩	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	২৪১৬
০৪	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ	৮৪৭
০৫	বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	১৯৬
	মোট	৩৫৪৬

২০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এ সময় নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করেছেঃ

১. বিএসইসির কর্মকর্তাদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ এর মাধ্যমে বিএসইসি কর্তৃক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১ম ব্যাচের পরে সহকারী পরিচালক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পর্যায়ের কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত ২য় ব্যাচের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা ১৬ জুন-৩০ জুলাই, ২০১৯ ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। নিয়মিতভাবে বিএসইসি এর উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও ব্যক্তিগত কমকর্তাদের জন্য উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এই কর্মসূচির সমন্বয়কারী বিভাগ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

২. গত ৮-১১ জুলাই ২০১৯ বিএসইসি এবং Asian Development Bank (ADB) এর যৌথ আয়োজনে ঢাকায় APEC-Financial Regulators Training Initiative এর অংশ হিসেবে ঢাকায় `Financial Literacy and Investor Protection` বিষয়ক regional সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণে এটা বিএসইসি কর্তৃক আয়োজিত প্রথম রিজিওনাল সেমিনার। এতদবিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ADB এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং সেমিনারের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণে গঠিত কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

৩. বিগত দুই বছরের ন্যায় এবারও কমিশন International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক ঘোষিত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ, ২০১৯ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক IOSCO এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছে।

৪. এছাড়া আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার Survey তে অংশগ্রহণ করা হয়েছে এবং বৈদেশিক নানা সংস্থার Query এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক তা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ ও পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।

২১. স্টক এক্সচেঞ্জের অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

মাস	ডিএসই ইনডেক্স (DSEX)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)		সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
জুলাই	**৫১৩৮.৭৯**	**৩৮৩৪৭৭৭**	২২	**১৩৯**	**৬.৩৪**	**৪৪৭৬.০৪**	**২০৩.৪৬**
আগাস্ট	**৫০৯৫.৭৮**	**৩৮০৮৪৫৭**	১৬	**১১৩**	**৭.০৪**	**৪০২৯.১৮**	**২৫১.৮২**
সেপ্টেম্বর	**৪৯৪৭.৬৪**	**৩৭৩৮৫৪২**	২১	**২২৮**	**১০.৮৭**	**৫৯৫৭.৮৭**	**২৮৩.৭১**
মোট			৫৯	**৪৮০**	**৮.১৪**	**১৪৪৬৩.১০**	**২৪৫.১৪**

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

মাস	সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)		সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
জুলাই	১৫৭২৫.৪৬২৪	৩১৩১৬৮৬.৮৩	২২	১৯২.১৩	৮.৭৩	৪৭৮৬.২৫	২১৭.৫৬
আগাস্ট	১৫৫৮০.৬০০৪	৩০৯৪৯৩৮.৫০	১৬	১২৬.২১	৭.৮৯	৪৭৯৫.০৮	২৯৯.৬৯
সেপ্টেম্বর	১৫০৪৬.৭৩২০	৩০১৯৭২৯.৭৪	২১	১৪৬.২১	৬.৯৫	৫৪৭৪.৭০	২৬০.৭০
মোট			৫৯	৪৬৪.৩৬	৭.৮৭	১৫০৫৬.০৩	২৫৫.১৯

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

উৎস: সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ

২২. প্রেস রিলিজ

এ সময়ে কমিশন ১০ টি প্রেস রিলিজ ইস্যু করেছে; যা কমিশনের ওয়েব সাইটে (www.sec.gov.bd) সন্নিবেশিত আছে।